দৈনিক সংবাদ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

JAN. 25 2002

চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে শিবির ক্যাডারদের তাণ্ডব, হামলা

চ.বি সংবাদদাতা, চট্টগ্রাম ব্যুরো থেকে ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির ক্যাডারবাহিনী বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। গতকাল এ বাহিনী ক্যাম্পাসে শিক্ষক লাউঞ্জে হামলা চালিয়ে দরজা-জানালা ভাঙচুরের পাশাপাশি কয়েকজন শিক্ষককে নাজেহাল করেছে। উল্লেখ্য, গত বুধবার এ বাহিনী উপাচার্যের কার্যালয় ভাঙচুর করে। সরকারের পরিকল্পনা মোতাবেক নতুন উপাচার্য নিয়োগে জামাত-শিবিরের আধিপত্য বজায় রাখতে শিবির ক্যাডারবাহিনী পরিকল্পিতভাবে ক্যাম্পাসে তাণ্ডব শুরু করেছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ছাত্র নামধারী কয়েকজন শিবির ক্যাডার গতকাল দুপুর ১২টা নাগাদ শিক্ষক লাউঞ্জে হামলা চালিয়ে লাউঞ্জের দরজা-জানালা ভাঙচুর করে। ক্যাম্পাস সূত্রে জানা যায়, এ সময় শিবিরকর্মীরা অভব্য ভাষায় শিক্ষকদের গালাগালও করে। শিবিরের বিরুদ্ধে কতিপয় শিক্ষক কোন কিছু করার পায়তারা করলে তারা তাদের আসল চেহারা দেখিয়ে দেবে বলে শিক্ষকদের শাসিয়ে যায়।

সূত্র আরও জানায়, শিবিরের এ হামলার সময় চ.বির কয়েকজন সিনিয়র শিক্ষকের সঙ্গে উপাচার্য অধ্যাপক ফজলী হোসেনের বৈঠক চলছিল। চ.বির অচলাবস্থা নিরসনের উপায় খুঁজে বের করতেই শিক্ষকদের সাথে উপাচার্যের এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এ প্রসঙ্গে উপাচার্য অধ্যাপক ফজলী হোসেনকে জিজ্ঞেস করলে তিনি ঘটনা সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, প্রক্টর আমাকে এমন কোন ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেননি। উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. ইমদাদুল হক স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ ঘটনায় চ.বি. শিক্ষক সমিতি তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করে। এছাড়া এ সন্ত্রাসী ঘটনার সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক-ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের জোর দাবি জানান।

উল্লেখ্য, গত বুধবারও সাধারণ ছাত্রছাত্রীর নামে চিহ্নিত কিছু শিবির ক্যাডার উপাচার্যের অফিস ভাঙচুর করে। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, উপাচার্য নিয়োগে জামাত-শিবিরের আধিপত্য বজায় রাখতেই হঠাৎ করে তারা এত বেপরোয়া হয়ে উঠছে।